নীলদর্পণ : নায়ক বিচার

'নীলদর্পণ' নাটকের নায়ক কে, এই নিয়ে সমালোচক মহলে মতভেদ আছে। কেউ এই সম্মান দিতে চান বসুকে কেউ বা নবীন মাধবকে, আবার কেউবা যৌথভাবে চাষি সমাজকে। যে কোন নাটকের নায়ক বিচারে আমরা অ্যারিস্টটলের নাট্যতত্ত্বের দারস্থ হই। যেহেতু 'নীলদর্পণ' একটি ট্রাজিক নাটক তাই আরো বিশেষ

করে অ্যারিস্টটলের মতবাদের উপর নির্ভর করতে হয়। তাঁর মতে ট্রাজিক নায়ক ধার্মিকহবেন না,কারণ ধার্মিক লোকের জীবন ট্রাজিক ধর্মী হবে না। ট্রাজিক নায়ক ভালোমন্দ মিলিত। নায়ক হবে সেই যার পতনের জন্য দায়ী থাকবে নিজস্ব কিছু ভুল ও ত্রুটি। এখন অবশ্য অ্যারিস্টটলের নায়ক বিচার পদ্ধতিটির পূর্নমূল্যায়ন করা হচ্ছে। তাই আজ অখ্যাত চরিত্র সাধারণ মানুষ ট্রাজেডির নায়ক হিসাবে বিবেচিত হতেপারে।

এই নাটকে নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামবাংলার অবস্থা দেখবার জন্য নাট্যকার বেছে নেন স্বরপুর এর বসু পরিবারকে। সে পরিবারের কর্তা গোলোক বসু ও তার গিন্নি সাবিত্রী দেবী। আর তার পরিবারে আছেন তাদের দুই পুত্র নবীন মাধব ও বিন্দু মাধব এবং দুই পুত্রবধু সৌরিন্ধ্রী ও সরলতা। গোলেক বসু নিরীহ সজ্জন ব্যাক্তি। তাই তিনি সকলের ভালো করে নিজে ভালো থাকতে চান। নীলকরদের এড়িয়ে থাকতে চাইলেও শেষপর্যন্ত তিনিই জড়িয়ে পড়েন নীলকরদের সাজানো মিথ্যা মামলায়। আসলে তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র নবীনমাধব গ্রাম জুড়ে নীলকরদের প্রতিবাদ করায় সাহেবরা নিরীহ গোলোক বসুকে মিথ্যা মামলায় হেনস্থা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। এভবেই তারা প্রতিবাদী নবীন মাধবকে সায়েস্তা করতে চেয়েছিল। নবীন মাধব বলেছিল গত বছরের ৫০ বিঘা জমির নীল চাষের মূল্য চুকিয়ে না দিলে সে এবছর একবিঘা জমিতেও নীল চাষ করতে দেবে না।

এমতাবস্থায় নবীনমাধব অত্যাচারের মোকাবিলা করার সুযোগ নেয়, শুধু তাই নয় আর এই প্রতিবাদী সত্তাটি গ্রামের অন্যান্য রায়তদের প্রতিবাদী হবার সাহস যোগায়। গ্রামের অভ্যন্তরের এসব সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে নীলকুঠিতে পৌছে গেলে নবীন মাধব সাহেবদের কাছে শত্রু হয়েওঠে। নবীন মাধব মামলা চালানোর বুদ্ধিতে যে কূটবুদ্ধি সম্পন্ন তাও দেওয়ানের মাধ্যমেই সাহেবরা জেনেছে। প্রজা হিতৈষী নবীনমাধব প্রতিবেশীদের বিপদে সর্বাগ্রে ঝাঁপীয়ে পড়তো। আর এভবেই সে নাটকে নায়কোচিত ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ক্ষেত্রমনিকে বেগুন বেড়ের কুঠিতে রোগ সাহেব তুলে নিয়ে গেলে সে তোরাপকে সঙ্গী করে নারীর ইজ্জত বাঁচাবার জন্য কুঠিতে পৌছে গেছে। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও এভাবেই সে বার বার অপরের কারণে সাহেবদের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়েছে। ফলে তাকে সহ্য করতে হয়েছে সাহেবদের অশ্লীল। গালাগালি ও শারিরীক নির্যাতন। শিক্ষানুরাগী নবীন মাধব কেবল নিজের ছোটভাই বিন্দু মাধবকে শিক্ষিত করতে চেয়েছে। গ্রামের এমন আশা ভরসার স্থল নবীন মাধব। আর তাকেই নুইয়ে ফেলে সাহেবরা সমগ্র গ্রামবাসীর মনোবলকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। তাই তারা সদ্য পিতৃহারা নবীন মাধবের আর্জিকে অগ্রাহ্য করে শ্রাদ্ধের আগেই তাদের পুকুর পাড়ের জমিতে নীল চাষ করতে উদ্যোগ নেয়। এই আর্জি জানাতে গিয়ে নবীন মাধব সাহেবদের পদাঘাতে আহত হয়েছে, কিন্তু ক্ষুব্ধ নবীন মাধব উল্টে সাহেবকে পদাঘাত করায় শেষ পর্যন্ত তরোয়ালের

আঘাতে অসময়ে মৃত্যু মুখে পাতিত হয়েছে। তার এই করুন পরিণতি বলাই বাহুল্য গ্রাম জুড়ে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

নাটকে এভবেই নবীনমাধবের সাহস, পরোপকারিতা প্রভৃতি সৎ গুণাবলীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে লক্ষনীয় তার এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষরূপেই বেশি প্রকাশিত অর্থাৎ অন্যের মুখের (সাধুচরণ, গোলক বসু, সাবিত্রী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) সংলাপে চরিত্রটির বীরত্ব যতটা প্রকাশিত ততটা প্রত্যক্ষভাবে তার কার্যাবলী নাটকে উপস্থাপিত নয়। তার এই প্রত্যক্ষতার অভাবেই চরিত্রটির নায়কত্বের গুরুত্ব লাভের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাঁরা নবীন মাধবকে 'নীলদর্পণ' এর নায়ক বলেন তাঁরা নবীন মাধবের নায়কত্বের প্রাণস্বরূপ তার বংশ কৌলিন্য, সামাজিক উচ্চাবস্থান, বীরত্ব, পরোপকারিতা, উদাতা, সৎ সাহস, প্রতিবাদী মানসিকতা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। এমন একটি চরিত্রের অমন মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে জাগে ভয় ও করুণা। ব্যাক্তিগত জীবনেও নবীন মাধব ছিল শ্রদ্ধেয়, সে ছিল পিতৃভক্ত, মাতৃপরায়ন, পত্নীপ্রিয়, ভ্রাতৃবধুর প্রতি স্নেহপরায়ন এক আদর্শ গৃহস্থ পুরুষ। তার উপর শুধু তার পরিবারের সদস্যরাই ভরসা করেনি, গ্রামের লোকজনও বিপদে আপদে তাকেই সহায় বলে জেনেছে। তাই দেখি জনৈক রায়তকে নীলকুঠিতে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলে সে নবীন মাধবকেই তার ছেলে মেয়েদের দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিত হয়নেছে। কিন্তু এই নবীন মাধব পিতার বাধ্য সন্তান হয়েও পিতার কথা না শুনেই অত্যাচারী নীলকরদের প্রতিহত করতে গ্রামের সকলের হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ইংরেজদের কারণে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিনেও সে শত প্রয়োজনে পত্নী বা ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কারে হাত দিতে চায়নি। নীলকরদের অত্যাচারে যখন তার সহ্যের সীমা ভেঙে গিয়েছে তখনই সে হঠকারীভাবে অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। হয়তো দীনবন্ধু এমন চরিত্র সৃজন করে জনমানসে প্রতিবাদ ভাবনাকে অঙ্কুরিত করতে চেয়েছিলেন।

নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক, নাট্যকারের উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ মানুষকে দুর্গতির ছবিটি দেখিয়ে প্রতিবাদী করে তোলা। এই বিশেষ উদ্দেশ্য মূলকতা নিয়েই নাটকের নায়কচরিত্র নবীন মাধব নির্মিত ; যা যৌথভাবে নীলচাষী সমাজকে প্রতিরোধের ভাবনায় অন্তত কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল।

সুতরাং 'নীলদর্পণ' নাটকে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র স্পষ্ট নয়। এখানে কোন একজন প্লটে গুরুত্ব পেয়ে নায়কের উচ্চতা বা যোগ্যতা অর্জন করেনি। বরং এখানে চরিত্র-গুলির দুটি শ্রেনী আমরা লক্ষ্য করি - অত্যাচারি ও অত্যাচারিত। যে চরিত্রটি গুরুত্বে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে অর্থাৎ নবীনমাধব তার জীবন সংগ্রামের

দিকে আমাদের নজর পড়ে, কিন্তু তার মৃত্যু ও এই মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে তার সমগ্র পরিবারের চরমতম বিপর্যয় - চরিত্রটিকে সেই অর্থে নায়ক হয়ে উঠতে দেয়নি। সে নীলচাষের প্রতিরোধে যত কথা বলেছে তত কাজ করতেপারেনি। ক্ষেত্রমণির ধর্ষন হয়ত রোধ করতে পেরেছে নবীন মাধব কিন্তু তার মৃত্যু আটকাতে পারেনি। এভাবেই নাটক একজনের অর্ন্তবেদনাজাত করুন রস প্রাধান্য পায়নি, বরং যৌথ কৃষক সমাজকে আশ্রয় করেই নাটকের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। তাই বলা যেতেই পারে এই নাটকে সমষ্টিজীবন আলোচিত। অত্যাচারী শ্রেনী এখানে একমুখী হয়ে অত্যাচার করেছে এবং লক্ষনীয় তারাও একটি গোষ্ঠী। অন্যদিকে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের বিরোধী বৈশিষ্ট্য নাটকে উপস্থিত। সাহেবরা নির্যাতনে অমানবিক। নাট্যকার দেখিয়েছেন নীলচাষ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কিভাবে ঘরে ঘরে মানুষ স্বজনকে হারিয়েছিলেন। স্বজন হারানোর এই জ্বালাই পরবর্তী কালে বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ 'নীলদর্পণে'র নায়কত্বের দাবী নবীন মাধবকে ছাড়িয়ে ব্যাপকতর সমাজকেই ব্যঞ্জনা করে।